

সংবাদ

আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব দিবস অরক্ষিত ও বিপন্ন মেধাস্বত্ব

মোহাম্মদ আবু নোমান

প্রতিটি মানুষের তার সৃষ্টিকর্মের ওপর নিজের অধিকার সবচেয়ে বেশি। মানুষ নিজ থেকে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করলে মেধাস্বত্ব আইন তাকে সেই সৃষ্টির মালিকানা বা স্বত্ব দেয়। মেধাকে ঘিরে স্বত্ব ও মালিকানার দাবি ও বিতর্কটি আজ আধুনিক বিশ্বে খুবই জোরাল। কারণ এর সঙ্গে করপোরেট বাণিজ্যের পণ্য-বাহাদুরি জড়িত হয়ে রয়েছে। এটি কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না, মুক্ত বাজার কি মুক্তবাণিজ্য ও করপোরেট বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষের সম্পদ, সম্ভাবনা, জ্ঞান, মেধা সবই একতরফা দখল, নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন করার বৈধতা তৈরি করছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। সোজা কথায় বলা যায়, গবেষণা ও উন্নয়নের নামে প্রচলিত আইনি বৈধতা নিয়েই মিলিয়ন, বিলিয়নরা মেধাবীদের মেধা ও বুদ্ধিজাত সম্পদ, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও প্যাটেন্টের একতরফা ছিনতাই, ডাকাতি ও পুঁজি করছে। আজ চিন্তার স্বাধীনতা, কি জ্ঞানপ্রবাহের অসীম বিস্তারের দর্শনকে ধাক্কা মেরে- মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রাণসত্তার জটিল সম্পর্কে বাজারি দরদামের ভেতর আটকে ফেলেছে করপোরেট বাণিজ্য।

মেধাস্বত্ব বলতে বোঝায় মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট উপাত্ত। সাহিত্য এবং শৈল্পিক বিষয়গুলো ছাড়াও এর আওতাভুক্ত রয়েছে- কম্পিউটার সফটওয়্যার, বিজ্ঞাপন, মানচিত্র, প্রযুক্তিগত অঙ্কন, বই, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, নকশা, পরিকল্পনা, ট্রেডমার্ক, সঙ্গীত, সিনেমা, পরিষেবা চিহ্ন ইত্যাদি। একজনের নাটক, গান, চলচ্চিত্র, বই, অনুমোদন ছাড়াই নকল করা ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিওতে প্রচার করা সহ বিভিন্নভাবে পাইরেসির পরিধি অনেক বিস্তৃত। এর সাথে মেধাস্বত্ব আইনের লঙ্ঘনও দেশ-বিদেশে মহামারী আকার ধারণ করার সঙ্গে মেধাসম্পদ চুরি বা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের স্বর্গরাজ্য বললেও ভুল বলা হবে না।

মেধাস্বত্ব অবশ্যই একটি ব্র্যান্ড, একটি উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, একটি নকশা বা পরিকল্পনা বা এ রকমের অন্য যে কোন

সৃজনশীলতা যার দাবিদারের ফলাফলের মালিক হয়ে যায় এবং কেনাবেচাও করতে পারে।

আমাদের দেশে আশানুরূপ মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ নেই। মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন অনেক সৃজনশীল নির্মাতা। যার কারণে সংস্কৃতির যেমন অভাব নেই, অভাব নেই তেমনি অভিযুক্তের। মেধাস্বত্ব কী এ সম্পর্কে সিংহভাগ মানুষের ধারণা না থাকার কারণে এই আইনটি প্রতিনিয়ত ডঙ্গ হচ্ছে।

সৃজনশীলতা সব মানুষের মাঝেই আছে। যারা সৃজনশীলতাকে ভালো কাজে ব্যবহার করে, তারাই এগিয়ে যাবে। উদ্ভাবকদের কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে তরুণদের উদ্যোগী হতে হবে। কপিরাইট ও মেধাস্বত্বের সঙ্গে তরুণরা সরাসরি জড়িত বলে এটা সংরক্ষণেও তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এই তরুণরাই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মেধাস্বত্ব অধিকারের লঙ্ঘন করছে। প্রতিদিন নতুন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে। এ ধরনের কাজগুলোর উদ্ভাবক ও ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই তরুণ, তরুণরাই নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজ রক্ষা করতে পারে এবং অন্যের কাজের প্রতি সম্মান দেখাতে পারে।

বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত সবশ্রেণীর শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, প্রযোজক, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, আর্টিস্টদের কাছে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন বিদেশি বা দেশি পণ্যের প্যাটেন্ট, ডিজাইন বা ট্রেডমার্ক চুরি করে নকল পণ্যে বাজার সয়লাব রয়েছে। কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নেই বলেই মেধাবী আবিষ্কারক, সৃষ্টিশীল ও নব উদ্ভাবকরা বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন ও আত্মহ হারিয়ে ফেলছেন। তবে এভাবে চললে অনেক মেধাবী যেমন মেধার মূল্য না পেয়ে মেধার চর্চা বন্ধ করে দেবে, তেমনি সঠিক মেধার অভাবে ভোক্তারাও নকল পণ্যের ধোকায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সুযোগে লুটেপুটে খাবে নানা কিসিমের অসাধু

বাণিজ্যিক মুনাফাখোররা। উল্লেখ্য, মার্কিন জিডিপি শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ আসে কেবল মেধাসম্পদ থেকে। আমরা কোন শতাংশই যোগ করতে পারি না।

মেধাস্বত্ব আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে সাধারণ জনগণ উচ্চ মূল্যে কেনা নকল পণ্য ব্যবহার থেকে বেঁচে যাবে। এজন্যই মেধাস্বত্ব আইন সম্পর্কে জ্ঞান, ধারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি, যাতে ভোক্তা, কোম্পানি উভয়ই সঠিক পণ্য এবং সঠিক মূল্যায়ন পেতে পারে। উদ্ভাবক ও পরিকল্পনাকারীর মেধাস্বত্ব কৌশলকে এগিয়ে নেয়ার সঙ্গে মেধাস্বত্বের ব্যাপারে সমাজের সচেতনতা অব্যাহতভাবে প্রচার হলে প্যাটেন্ট স্বত্ব আবেদনকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

দেশে সর্বপ্রথম বাংলা সফটওয়্যার হিসেবে বিজয় কীবোর্ডের নকশা কপিরাইট করে আনন্দ কম্পিউটার। ২০০৪ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণকে প্যাটেন্ট করে তারা। 'বিজয়' নামটিকে পণ্যের ট্রেডমার্ক হিসেবে আনন্দ কম্পিউটার সংরক্ষণ করে। এর স্বত্বাধিকারী মোস্তাফা জব্বারের বুদ্ধিজাত সম্পদ হিসেবে একে গণ্য করা হয়। বিজয় কীবোর্ড লে-আউট ও ম্যাকের সফটওয়্যারের আবিষ্কারক মোস্তাফা জব্বার তার কাজ নকলের অভিযোগ করে অত্র সফটওয়্যারের প্রস্তুতকারক মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে মামলা করে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। এছাড়াও ২০১০-এ মেধাস্বত্ব ও কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে দেশ টিভিকে উকিল নোটিস পাঠিয়েছিলেন। নোটিসে হিমু, মিসির আলী, বাকের ভাই ও বড় চাচাসহ তার কালজয়ী কিছু চরিত্র নিয়ে নির্মিত 'এই সময়ে সেই সব মানুষেরা' শীর্ষক ধারাবাহিক নাটকের মাধ্যমে লেখকের সৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা ও মানহানির অভিযোগ আনা হয়। ওই সময় হুমায়ূন আহমেদ বলেন, এই নাটকের মধ্য দিয়ে আমার মানহানি করা হয়েছে। আমার অনুমতি ব্যতিরেকেই আমার সৃষ্ট

সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। এর বাইরেও মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের আলোচিত ঘটনা হলো- 'মেলায় যাইরে' খ্যাত শিল্পী মাকসুদ একটি মোবাইল কম্প্যানির বিরুদ্ধে কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন।

বুদ্ধিজাত সম্পদ ও স্বত্ব ঘিরে বাংলাদেশে যেসব আইন রয়েছে তাহলো- ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯, দ্য প্যাটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট ২০০৩ (১৯১১ সালের আইন), কপিরাইট আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০০৫) ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষা আইন ২০১৩। কপিরাইট অফিসটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন। প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য সবই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন। তবে বাজারে এতো পাইরেসিসহ নকল ও ভেজাল পণ্যের সয়লাব দেখে বলতে হয়, প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব দিবস উদযাপনের পর তারাও বছরজুড়ে সুখনিদ্রায় সময় কাটায়। মেধাসম্পদের নিবন্ধন, ব্যবস্থাপনা, মেধাসম্পদ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা পীড়াদায়ক। বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় বেকায়দায় পড়ছেন সৃষ্টিশীল মানুষেরা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে- ডিজিটাল দুনিয়াতে মেধাসম্পদ সুরক্ষা করতে না পারলে টিকে থাকা যাবে না।

মেধাসম্পদ বা সৃজনশীলতার মর্যাদা দেয়ার সাথে সৃজনশীল কাজকে সুরক্ষা প্রদান ও সৃজনশীল কাজ সৃষ্টিতেও যথাযোগ্য ও প্রাণ্য প্রণোদনা দিতে হবে। এর সাথে প্রতিটি বিষয়ে মেধাস্বত্ব কার্যকর ও কপিরাইট ঠিক রাখার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ক মেধাসম্পদের সুরক্ষা ছাড়া আমরা যে ডিজিটাল যুগে টিকেতে পারব না সেটিও আমাদের বুঝতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রকেই উদ্যোগী হতে হবে।

abunoman72@gmail.com

ব্যানবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিচালনা বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	